শৈলকুপায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের শতকোটি টাকার সড়ক নির্মাণ কাজের নেই তদারকি

ঝিনাইদহের শৈলকুপার শেখপাড়া-লাঙ্গলবাধ সড়ক নির্মাণ কাজের তদারকি নেই বলে অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহের সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে।
সরেজমিনে দেখা যায়, ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের শৈলকুপার শেখপাড়া থেকে লাঙ্গলবাধ পর্যন্ত ১৮ ফিট চওড়া, ২৬কি.মি সড়ক নির্মাণের কার্যাদেশ পান মাইনুদ্দিন বাশি লি: এন্ড মিজানুর রহমান জেভি নামে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে যেনতেন ভাবে। সড়কটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে চলতি বছরের মার্চ থেকে। কাজ চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের উপস্থিতির কথা থাকলেও কাজের সময় তাদের দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ওয়ার্ক এ্যাসিসট্যান্ট মতিয়ার রহমানের দেখা মিললেও কোন কর্মকর্তাদের দেখা মেলা ভার। ইট, খোয়া ও বালু খুবই নিম্নমানের, পুরাতন ও নতুন ইটের খোয়া দিয়ে চলছে সড়কের কাজ। রাস্তার পুরাতন পাথরের সাথে মেশানো হচ্ছে নতুন পাথর। ঠিকমত রোলার করা হচ্ছে না। সারাদিন ইচ্ছামত কাজ করে যাচ্ছে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের কাজ বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।
এছাড়াও ইচ্ছামত রাস্তার কোল ঘেষে মাটি কাটার ফলে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ১০- ১২ ফিট গর্ত করে ভেকু দিয়ে মাটি কাটা হচ্ছ্।◌ে এই বর্ষা মৌসুমে যে কোন সময় রাস্তার একটা বড় অংশ ধ¦সে যেতে পারে গর্তের মধ্যে। টেন্ডারে রাস্তার দুই পাশের মাটি ভরাটের জন্য আলাদা টাকা বরাদ্দ থাকলেও রাস্তার কোল ঘেষে মাটি কেটে গর্তের সৃষ্টি করেছে ।
অন্যদিকে শেখপাড়া-বসন্তপুর এলাকায় অবৈধভাবে রাস্তা সংলগ্ন কালী নদীর মাটি কেটে রান্তার বর্ধিত অংশের মাটি ভরাটের কাজ চলছে। বাইরে থেকে মাটি এনে রাস্তার বর্ধিত অংশের কাজ করার কথা থাকলেও তার কোন নিয়ম মানা হচ্ছে না। ভেকু দিয়ে রাস্তার কোল ঘেষে গভীর গর্ত করে মাটি কেটে রাস্তার উপর তোলা হচ্ছে যার ফলে সড়ক হুমকির মুখে পড়বে বলে ধারণা কা হচ্ছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য এভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এত বড় অনিয়ম তার পরেও

দেখার কেউ নেই।
মাটি ভরাটসহ সড়কটির নির্মান ব্যায় ধরা হয় শত কোটি টাকার বেশী। ধাওড়া গ্রামের রেজাউল ইসলাম বলেন, কাজ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছামত। কাজের ব্যাপারে তেমন কোন তদারকি নেই সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তাদের।
পাইকপাড়া গ্রামের আমিরুল বলেন,কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় রাস্তার বেশীরভাগ কাজ হচ্ছে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে । রাস্তার পুরাতন ইট দিয়ে বেশীরভাগ কাজ হচ্ছে। এছাড়াও রাস্তার কোল ঘেষে মাটি কাটার ফলে রাস্তার পাশে বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে । ফলে রাস্তা ভেংগে এই গর্তের মধ্যে বিলিন হয়ে যাবে। এভাবে রাস্তার কোল ঘেষে মাটি কাটলে রাস্তা টেকসই হবে ন্।◌া
তবে এ ব্যাপারে ঠিকাদার মিজানুর রহমান বলেন, আমরা নিয়ম মেনেই কাজ করছি।
ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ বলেন, আমরা কাজটি তদারকি করছি । গতকালও পরিদর্শন করেছি। ওয়ার্ক এ্যাসিসট্যান্ট মতিয়ার রহমান মাঝে মধ্যে যায়। আর মাটি এভাবে কাটার জন্য আমরা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছি আর এমনভাবে মাটি না কাটার জন্য সতর্ক করেছি।

জেলা পরিষদের উদ্যোগে সাহারবাটি ইউনিয়নে সেলাই মেশিন বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার অসহায় এবং দুস্থদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

বুধবার সকালের দিকে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল সময় তিনি বলেন আমরা সাহারবাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার ৩৬ জন অসহায়, দুস্থ, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে আমরা এই সেলাই মেশিন

বিতরণ করছি যাতে তারা জীবিকা আহরণ করতে পারে এবং সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে জীবন যাপন করতে পারে।
এসময় জেলা পরিষদের প্যানেল মেয়র তৌহিদ মুর্শেদ অতুল সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ২ দিনের ব্যাবধানে ৫ থানার ওসিকে রদবদল

চুয়াডাঙ্গা জেলার ৫টি থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রদবদল করা হয়েছে। গত দুদিনের ব্যবধানে ৫টি থানায় ৫ জন ওসিকে বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে। একবারে ৫ থানার ওসিকে রদবদল ঘটানাটি বিরল হয়ে থাকবে চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসির কাছে।

এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মোহাম্মদ মহসীন, দামুড়হুদা থানায় ফেরদৌস ওয়াহিদ, দর্শনা থানায় লুৎফুল কবীর, জীববনগর থানায় আব্দুল খালেক ও আলমডাঙ্গা থানায় সাইফুল ইসলাম ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গার সদর থানার মোহাম্মদ মহসীন জেলায় নতুন সংযুক্ত হয়েছেন।

এর আগে তিনি চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডাবলমুরিং থানার ওসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বুধবার (২২ সেপ্টেম্বর) তিনি দায়িত্বভার করবেন বলে জানা গেছে।

আর চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান বর্তমানে জেলা পুলিশেই রয়েছেন।

অপরদিকে দামুড়হুদা থানায় ফেরদৌস ওয়াহিদকে নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তিনি জীবননগর থানায় পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আর দামুড়হুদা থানার ওসি আব্দুল খালেককে জীবননগর থানার ওসি হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

দর্শনা থানায় ওসি হিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি (ডিবি) লুৎফুল

কবীরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমানকে জেলা গোয়েন্দা শাখায় সংযুক্ত করা হয়েছে। জীবননগর থানায় নতুন ওসি হয়েছেন আব্দুল খালেক। তিনি দামুড়হুদা থানার ওসি ছিলেন। আর জীবননগর থানার সাইফুল ইসলাম ওসি হিসেবে আলমডাঙ্গা থানায় যোগদান করেছেন। আলমডাঙ্গা থানার ওসি আলমগীর কবীরকে জেলা বিশেষ শাখায় সংযুক্ত করা হয়েছে।

একইসঙ্গে ৫ থানার ওসি হিসেবে রদবদল হওয়ায় ৪ জনই আগে থেকেই জেলায় কর্মরত আছেন। আর নতুন ওসি হিসেবে একজন জেলায় যোগ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, এটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ। বদলির সময়পূর্ণ হওয়ায় একইসঙ্গে জেলার ৫ থানায় এমন রদবদলের ঘটনা।

কুষ্টিয়ায় নির্মাণাধীন প্রতীমা ভাঙচুর

কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়ার একটি মণ্ডপে নির্মাণাধীন কয়েকটি প্রতীমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষে আইকা যুবসংঘের ব্যানারে প্রতীমাগুলো তৈরি হচ্ছিল।

বুধবার সকালে বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশকে খবর দেয় মণ্ডপ কমিটির সদস্যরা। তবে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শহরের আড়ুয়াপাড়া রেললাইন সংলগ্ন হেমচন্দ্র লেনস্থ আইকা সংঘ অস্থায়ী মণ্ডপে আসন্ন প্রতীমা তৈরির কাজ চলছিল।

মণ্ডপ কমিটির সদস্যরা সকালে এসে দেখতে পান সেখানে থাকা নির্মাণাধীন প্রায় সব ক’টি প্রতীমার অংশ বিশেষ ভেঙে ফেলা হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে কুষ্টিয়া পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাব্বিরুল ইসলাম জানান, ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতায় নেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী প্রতীমা ভাংচুরের সাথে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ সদস্যের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসান আলী (৪০) নামে এক পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে কুষ্টিয়া মেহেরপুর সড়কের মিরপুরের তালতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাসান আলী নিহত হাসান বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকাস্ত খিলখেত থানায় কনষ্টেবল পদে চাকরি করতেন। মিরপুর উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের মাজিহাট এলাকার শফিউদ্দিনের ছেলে।

নিহত হাসান আলী ২৮দিনের ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন। রাস্তায় প্রচুর ভাঙ্গা কাচ পড়ে থাকায় ধারনা করা হচ্ছে,রাস্তায় চলমান কোন গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে থাকতে পারে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, রাস্তা সংলগ্ন মসজিদে এশার নামায পড়া অবস্থায় মুসল্লিরা দুর্ঘটনাজনিত শব্দ শুনতে পেয়ে রাস্তায় গিয়ে আহত এক ব্যক্তিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা সাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়।সেখান থেকে রেফার্ড করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠালে পথিমধ্যে অবস্থা গুরুতর দেখে মানিকগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

এ ব্যাপারে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান-ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।তদন্তপূর্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে আইসিভিজিডি ২য় পর্যায়ের প্রকল্প অবহিতকরণ সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে “ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ফর ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (আইসিভিজিডি) ২য় পর্যায়” প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ^ খাদ্য কর্মসূচীর (ডঋচ) আর্থিক সহায়তায় ও গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে অবহিতকরণ সভায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন। অবহিতকরণ সভার উদ্দেশ্য এবং আইসিভিজিডি প্রকল্পের লক্ষ্য, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদারদের ভূমিকা ও কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা করেন বেসরকারী সংস্থা উত্তরণ এর আইসিভিজিডি প্রকল্পের প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক খন্দকার ইয়াছিন। আলোচনায় অংশগ্রহন করেন কাজীপুর ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম, ও ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান।
গাংনী উপজেলায় ৮০০ ভিজিডি কার্ডধারী পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে সহায়তা পাবেন। অনুষ্ঠানে আইসিভিজিডি প্রকল্পের ০৪জন নির্বাচিত সুবিধাভোগীকে কার্ড প্রদানের মাধ্যমে গাংনী উপজেলায় প্রকল্পটির উদ্বোধনী ঘোষনা করা হয়।

[redacted]

[redacted]

কুষ্টিয়ায় মা ও সন্তানের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ায় ৯ মাসের ছেলেসন্তানকে হত্যার পর গলায় ফাঁস দিয়ে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার ভোরে শহরের থানাপাড়া বাঁধ এলাকা থেকে মা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘরে মায়ের মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়; পাশে বিছানায় ছিল ৯ মাসের শিশু জিমের নিথর দেহ।

নিহত আকলিমা খাতুন থানাপাড়া বাঁধ এলাকার রতনের স্ত্রী ও তা মেয়ে জিম।

এলাকাবাসী জানান, গড়াই নদীসংলগ্ন থানাপাড়ার পুরনো বাঁধে স্বামী রতনের বাড়িতে বসবাস করতেন আকলিমা খাতুন। স্বামীর বাড়ির পাশেই বাবা মাজেদের বাড়ি। স্বামীর বাড়িতে সংস্কারকাজ করায় মঙ্গলবার রাতে বাবার বাড়িতে ৯ মাসের শিশুসন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন আকলিমা।
বুধবার ভোরে এলাকাবাসী আকলিমার ঘরে ঢুকে দেখতে পান আকলিমার মরদেহ ঝুলছে। পাশেই বিছানায় শিশু জিমের নিথর দেহ পড়ে আছে। তাৎক্ষনিক স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে পুলিশ মা ও শিশুসন্তানের লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তবে ধারণা করা হচ্ছে— আকলিমা তার শিশু ছেলেকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার পর নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানা ওসি সাব্বিরুল ইসলাম জানান, থানাপাড়া বাঁধের একটি বাড়ি থেকে মা ও শিশুসন্তানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আকলিমা মানসিক রোগী ছিলেন।

প্রথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে— ওই নারী আত্মহত্যা করেছেন। তবে তদন্ত প্রতিবেদন পেলে সব কিছু নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মেহেরপুরে ১ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ১ জন। মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৭৩ টি। তারমধ্যে ১ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫১ জন।

তার মধ্যে সদরে ২৬ জন, গাংনীতে ৯ জন এবং মুজিবনগরে ১৬ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৮০ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৮ জন ও মুজিবনগরে ৪০ জন।

মাল্টাবাগান করে সফল কুষ্টিয়ার নারী উদ্যোক্তা ময়না খাতুন

মাল্টা বাগান করে সফল হয়েছেন কুষ্টিয়ার নারী উদ্যোক্তা ময়না খাতুন। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার চাঁদগ্রাম ইউনিয়নের চন্ডিপুর এলাকার প্রবাসী আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী।

৫-৬ বছর হলো ময়না খাতুন মাল্টা বাগান গড়ে তোলার পর তিনি সফলতা লাভ করেছেন এবং উপজেলার রোল মডেলে পরিণত হয়েছেন তিনি।

এ নারী উদ্যোক্তার স্বামী প্রায় দুই যুগ দক্ষিণ কোরিয়ায় থাকলেও মাল্টা বাগান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তিনি। অবশ্য এ বাগান তৈরির ব্যাপারে উৎসাহও প্রদান করে আসছেন তার স্বামী আব্দুর রাজ্জাক।

সরেজমিন গিয়ে ময়না খাতুনের মাল্টা বাগানে গিয়ে দেখা যায়, গাছে গাছে সবুজ পাতার আড়ালে ও ডালে ডালে ঝুলছে থোকায় থোকায় মাল্টা। বাতাসে মাল্টার টক-মিষ্টির গন্ধ। দুইজন শ্রমিক বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত। আর কোন গাছের পাতা ছিড়তে হবে গাছের গোড়া পরিষ্কার করতে হবে এসব নির্দেশনা দিচ্ছেন ময়না খাতুন।

পুরো বাগানটি একটি সবুজের ছায়াঘেরা। গেলো বছর তিন লাখ টাকার মাল্টা বিক্রি করেছেন তিনি। এ বছর তার বাগানে বেশ অনেক মাল্টা এসেছে। লাখ চারেক টাকার মাল্টা বিক্রি হবে বলে আশাব্যক্ত করেন তিনি।

মাল্টা বাগানেই কথা হয় ময়না খাতুনের সাথে। তিনি বলেন, স্বামীর অনুপ্রেরণায় ২০১৭ সালে সিলেট থেকে ৫৭০টি বারি মালটা-১ এর চারা এনে ৬ বিঘা নিজের জমিতে মাল্টা বাগান গড়ে তুলি। বর্তমানে মাল্টার বাগান এখন দেখার মতো হয়েছে। আশান্বিত ফলও পেতে শুরু করেছি। কয়েক দিনের মধ্যে বিক্রি করা শুরু করবো বলেও জানান তিনি।

বাগান থেকেই পাইকারি ব্যবসায়ীরা এসে কিনে নিয়ে যায় বলে কোন ঝামেলাই হয়না বিক্রি করতে। এছাড়াও তার বাগানে সিডলেস ও চায়না লেবু এবং কিছু লিচু গাছও রয়েছে। প্রতিকেজি মাল্টা ১১০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। এছাড়াও অনেক দর্শনার্থীরা এই বাগান পরিদর্শনে আসেন। এতে তিনি আনন্দও পান।

তবে নারী হিসেবে তাকে সফল হতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে নানান জনের নানান কথা। তবুও দমে যাননি তিনি। নিজ প্রচেষ্টায় এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। এতোকিছুর পরেও একজন নারী হিসেবে ফলের বাগান গড়ে তোলা সেটি ছিলো অনেকটা দু:সাহসের ব্যাপারও বটে। ভবিষ্যতে নারীদের উজ্জীবিত হওয়ার জন্য কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে বলেও জানান তিনি।
প্রায়ই দেখা যায় এই মাল্টা বাগান পরিদর্শনে অনেক দর্শনার্থী আসেন।

তেমনি কথা হয়, বিভাস চৌধুরীর সাথে। তিনি বলেন, বাগানে এসে নিজ হাতে ফল পেড়ে খাওয়ার মজাই আলাদা। বাগান ঘুরে নিজের কাছে অনেক ভালো লাগে এবং তরতাজা গাছপাকা মাল্টাও কিনতে পাওয়া যায়।

উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল গোলাম রাজন বলেন, ‘মাল্টা একটি অর্থকরী ফসল। মাল্টা বারি-১ একটি উচ্চ ফলনশীল সুস্বাদু ফল। ময়না খাতুনের মাল্টার বাগানে আমি সবসময়ই নানান

পরামর্শ প্রদান করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, ভেড়ামারায় তার মতো এতোবড় মাল্টার বাগান আর নেই। তাকে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কেবল পরামর্শ প্রদান করেছি।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. হায়াত মাহমুদ বলেন, একজন নারী হয়েও ময়না খাতুন এতো সুন্দর মাল্টা বাগান করে উপজেলাবাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তার বাগানে কোন প্রকার ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। এমন সুন্দর বাগান এ অঞ্চলে মাল্টা উৎপাদনে অনেককেই উৎসাহিত করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।